দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 23 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম 6

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র নির্যাতন ॥ তদন্ত শুরু

স্টাফ রিপোর্টার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ॥

সরাইলে ছাত্রছাত্রীদের বেত্রাঘাত করে রক্তাক্ত করার ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চলছে। প্রভাবশালী বিএনপি নেতাকে বাঁচানোর উদ্যোগ নিয়েছে কথিত সুধীজনরা। তবে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুপক কুমার সাহা জনকণ্ঠকে বলেন, আনোয়ার মাস্টারের বিরুদ্ধে ছাত্রী কেলেংকারিসহ বেশ কিছু অভিযোগ আছে। সর্বশেষ ঘটনায় আমাদের কাছে অভিযোগ দেয়া হয়েছে। সেটি এফআইআর উপযোগী না হওয়ায় পুনরায় অভিযোগ দিতে বলেছি। অভিযোগ দেয়া হলেই মামলা হবে। অন্যদিকে শিক্ষার্থী নির্যাতন ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে উপজেলা প্রশাসন। সরাইল আইডিয়াল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের শিক্ষক বিএনপির নেতা আনোয়ার হোসেন ১৮ অক্টোবর ছাত্রছাত্রীদের বেত্রাঘাত করে রক্তাক্ত জখম করে। এ নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়। অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে উপজেলা প্রশাসনসহ উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করে। এ ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সৈয়দা নাহিদা হাবিবা জানান, কমিটিকে তিন কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। গত ১৮ অক্টোবর এ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক আনোয়ার হোসেন মাস্টার সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ওয়াহিদা সুলতানা সুবর্ণা ও হাসিবসহ বেশ কয়েক ছাত্রকে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত করেন। ক্লাসে পাঠ্যবই না নিয়ে আসায় প্রহার করা হয়। এ ওয়াহিদার বাবা ইকবাল হোসেন সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেন। এরপর উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তদন্তের নির্দেশ দেয়া হয়।

অপরদিকে ছাত্র নির্যাতনের ঘটনায় শিক্ষকের অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করেছে অপর এক প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা। শনিবার বেলা ১১টায় সরকারী টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা কলেজ প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ ও মানববন্ধন করে। এ সময় তারা অভিযোগ করে গত ১৭ অক্টোবর শিক্ষক সুদীপ্ত চক্রবর্তী ডিপ্লোমা ১ম বর্ষের দুই ছাত্রকে মারধর করে। এতে সাব্বির হোসেনের কান দিয়ে রক্ত বের হলে সে সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নেয়। ছাত্রদের অভিযোগ, অভিযুক্ত শিক্ষক প্রায়ই ছাত্রদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সাবেরা সুলতানা জানিয়েছেন ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।